পরীক্ষণ পদ্ধতি

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোন মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার যে পদ্ধতি তাকে 'পরীক্ষণ পদ্ধতি' বলা হয়।

মনোবিদ স্টাউট বলেন যে, পরীক্ষণ হল সেই অবস্থায় পর্যবেক্ষণ যে অবস্থা আমরা নিজেরাই পূর্ব থেকে তৈরি করে রেখেছি।

মনোবিদগন পরীক্ষাগারে নিজের সুবিধা মতো কৃত্রিম উপায়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন করেন এবং পর্যবেক্ষণ করেন। কাজেই পরীক্ষণের সময় যেহেতু অবস্থা মনোবিদদের আয়ত্তে থাকে , সেহেতু অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয়গুলোকে বর্জন করে আলোচ্য ঘটনাকে অন্যান্য ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত ও আলাদা করা যেতে পারে।

মনোবিদ্যায় পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ

(১) মনোবিদ্যায় পরীক্ষণকার্যে যে দুজন পর্যবেক্ষক এর প্রয়োজন হয়। একজন পরীক্ষক(Experimenter) এবং দ্বিতীয়জন হল পরীক্ষণ-পাত্র(Subject)।

পরীক্ষক সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্ট এক কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পরীক্ষণ - পাত্রের উপর একটি উদ্দীপক প্রয়োগ করেন ও তার প্রতিক্রিয়ার বাহ্যপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরীক্ষণ-পাত্র অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেন। পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের অন্তদর্শনের এবং নিজের পর্যবেক্ষণের বিবরণের ভিত্তিতে পরীক্ষণ কার্যের ফলাফল নির্ণয় করেন।
সুতরাং, পরীক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ উভয়ের সহায়তার প্রয়োজন হয়।

(২) আবার কখনো কখনো পরীক্ষণ কার্য চালাবার জন্য যাদের উপর পরীক্ষক কার্য চালানো হয় তাদের দুটি দলে ভাগ করা হয়।

যেমন- কাজ করার উপর ব্যক্তির আগ্রহের প্রভাব আছে কিনা পরীক্ষকরা নির্ধারণ করতে চান। এক্ষেত্রে পরীক্ষক দুদল কর্মী নির্বাচন করেন যারা শারীরিক উপযুক্ততা ও কর্মদক্ষতার দিক থেকে অভিন্ন। উভয় দলকে একই পরিবেশে একই পদ্ধতিতে একই কাজ করতে বলা হল। কেবলমাত্র একটি দলের মধ্যে কাজটি করার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা হল এবং অপর দলটির ক্ষেত্রে তা করা হল না।

যে দলটির মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হলো তাদের বলা হয় পরীক্ষণমূলক দল(Experimental Group)এবং যাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়নি তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল(Control Group)। এই পরীক্ষনের ফলে যদি দেখা যায় যে - যাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হয়েছে তারা অপর দলটি তুলনায় কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে,সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করার বিষয়টির উপর আগ্রহের প্রভাব আছে।

পরীক্ষণ পদ্ধতির গুণ বা সুবিধা

(১) মানসিক প্রক্রিয়া ও দেহগত প্রক্রিয়ার যে পরিমাণগত সম্পর্ক, পরীক্ষণের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা যায়।

(২) পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ ,অর্থাৎ এর অন্তরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গ উভয় দিকই জানা যায়। ফলে মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩)একই পরীক্ষণ কার্য বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্থানে সম্পন্ন হতে পারে। পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই বিষয়ের উপর পরিক্ষণকার্য চালিয়ে মনোবিদরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন ।

(৪) পরীক্ষনের ক্ষেত্রে যেহেতু অবস্থা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে, সেহেতু আলোচ্য মানসিক প্রক্রিয়াটিকে আমরা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বতন্ত্র করে নিতে পারি।

পরীক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি বা অসুবিধা

(১) অবস্থার তারতম্য অনুসারে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির তারতম্য সকল সময় লক্ষ্য করা যায় না।

(২) মানসিক প্রক্রিয়া চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। কাজেই সেগুলি সব সময় স্থির থাকে না। আবার স্থির না থাকলে তার পরীক্ষণ অসম্ভব। এই কারণে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সহসাধ্য নয়।

(৩) ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদ থাকার জন্য অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের উপর পরীক্ষণ কার্য চালিয়ে সুফল পাওয়া যায় না।

(৪) পরীক্ষণ পদ্ধতির নিয়ম হলো পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে একটি মাত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে পরীক্ষণ-পাত্রের উপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। কিন্তু জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সবসময় সম্ভব হয় না।

পরীক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা দূর করার উপায়

(১) পরীক্ষণ-পাত্রকে যথাযথভাবে শিক্ষিত করে এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। পরীক্ষণ-পাত্রকে এমন ভাবে শিক্ষিত করা যেতে পারে যার ফলে সে তার প্রতিক্রিয়া এবং অন্তদর্শন যথাযথভাবে করতে পারে।

(২) মানসিক প্রক্রিয়া চঞ্চল হলেও প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় এইগুলিকে বারবার উৎপন্ন করে এইগুলির পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সম্ভব করা যেতে পারে।

(৩) বিভিন্ন ব্যক্তির উপর একই প্রকার পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এই অসুবিধা দূর করা যেতে পারে।

Thank You